(৭৫)

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 31.8.83
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 2

047

৯শ' এসএসসি পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ

॥ জালালউদ্দিন আহমদ ॥

মানিকগঞ্জ, ৩০শে আগস্ট।— ১৯৮৩ সনের এসএসসি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রায় ৯শ পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে।

দশ দিনের মধ্যে এই কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব চাওয়া হয়েছে। যেসব পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়েছে ঐ সব অভিযোগের জবাব না দিলে বোর্ড একতরফা তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে।

বলাবাহুল্য ঢাকা বোর্ড অপ-

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দঃ)

এসএসসি পরীক্ষার্থী

(১ম পৃঃ পর)

রাধীদের বিরুদ্ধে পরীক্ষা অধ্যাদেশ আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে। উল্লেখ্য, ১৯৮০ সন থেকে এই অধ্যাদেশ জারী করা হয়েছে। এর আগে আইনের অভাবে দেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক শাস্তির বিধান ছিলো।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, এক পক্ষকাল আগেই কারণ দর্শানোর নোটিশে জবাবের তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চলতি মাসেই ঢাকা বোর্ডের ডিসিপ্লিন কমিটি এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। সূত্রে আরো জানা গেছে প্রায় সাড়ে ৩শ পরীক্ষার্থী কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দিয়েছে।

জানা গেছে ঢাকা বোর্ডের অধীনে ১১৭টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ৭২টি কেন্দ্রে ৯শয়ের বেশী পরীক্ষার্থী পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করে। এসব অপরাধের মধ্যে রয়েছে পরীক্ষা-কক্ষের ভিতরে ধূমপান করা, এক পরীক্ষার্থী অন্য পরীক্ষার্থীর সঙ্গে কথাবার্তা বলা বা যোগাযোগ করা, নকল করার মতো কাগজপত্র সঙ্গে রাখা, অপরের উত্তরপত্র দেখে নকল করা, কক্ষের ভিতরে গোলযোগ সৃষ্টি করা বা পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশকে ব্যাহত করা, পরীক্ষা তদারককারী তত্ত্বাবধায়ক বা পরীক্ষা পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করা বা আক্রমণ করতে উদ্যত হওয়া, পরীক্ষার সময় অন্যকে নকল করতে সাহায্য করা, পরীক্ষার উত্তরপত্র জমা না দিয়ে পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করা, নিজের রোল নম্বর অসদুদ্দেশ্যে বদল করা, পরীক্ষার্থী অপরের লিখিত কোন কাগজ গ্রহণ করা, উত্তর পত্রে প্রশ্নের সহিত আপত্তিকর মন্তব্য লেখা ও পরীক্ষার্থী নিজের বদলে অন্যকে দিয়ে পরীক্ষা দেয়া।

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় এধরনের ঘটনা সবচেয়ে বেশী ঘটে ঢাকা জেলার কাপাসিয়া, ময়মনসিংহ জেলা গৌরীপুর কেন্দ্রে।